# লেখা ভালো করার ১০টি উপায়

মূল

**মেলিসা ডোনোভান**

রূপান্তর

**জহিরুল হক অপি**

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

# লেখা ভালো করার ১০টি উপায়

**প্রকাশকাল:** আগস্ট ২০২১
**প্রচ্ছদ:** ইহতিশাম আহমেদ

**অনলাইন পরিবেশক**
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

10 Core Practices for Better Writing by Melissa Donovan
Transformed by Jahirul Haque Opi
Published by Projonmo Publication
Copyright © Projonmo Publication
ISBN : 978-984-95578-3-8

# সূচিপত্র

১. বই পড়া ..... ৫
২. লেখা ..... ২৩
৩. রিভিশন ..... ৪১
৪. ব্যাকরণ ..... ৫৭
৫. দক্ষতা ..... ৭১
৬. প্রক্রিয়া ..... ৮৭
৭. মন্তব্য ..... ৯৯
৮. সরঞ্জাম ও রিসোর্স ম্যাটেরিয়াল ..... ১১৫
৯. সৃজনশীলতা ও অনুপ্রেরণা ..... ১২৮
১০. সম্প্রদায়, প্রকাশনা শিল্প ও পাঠক ..... ১৪৮

অধ্যায় ১

# বই পড়া

“সোজাসাপটা কথা এই যে, যদি আপনার কাছে বই পড়ার সময় না থাকে, তাহলে আপনার কাছে বই লেখারও সময় (বা উপাদান) নেই।” - স্টিফেন কিং

ভালো লেখার জন্য যে দুইটি কাজ অবশ্যই করতে হবে, তা হলো: পড়া ও লেখা। এই দুটি কাজের বদৌলতে বাকি কাজগুলো করার তাড়না বোধ করবেন আপনি। এই দুটি কাজ দম্পতির মতো। পড়া ও লেখা একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারে না। তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

লেখালেখি জটিল একটি শিল্প। লেখার প্রাথমিক জ্ঞানগুলো শেখানো গেলেও কাউকে লেখা সমৃদ্ধ করার শিল্পটা শেখানো অসম্ভব। তবে এই শিল্পটা শেখা যায়। লেখা সমৃদ্ধ করার একমাত্র পথ হচ্ছে বই পড়া।

মানুষের মস্তিষ্ক স্পঞ্জের মতো। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা পর্যবেক্ষণ করি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করি, তা সেই স্পঞ্জে ভিজিয়ে রাখি। আর আমরা যা প্রকাশ করি, তা সেই ভিজিয়ে রাখা অংশ থেকেই আসে। আমরা যা পড়ি, তাও সেই ভিজিয়ে রাখা অংশ।

আপনি হয়তো ছোটবেলায় শেখা ছড়াগুলো এখন ঠিকঠাক আবৃত্তি করতে পারবেন না, তবে সেই ছড়াগুলো আপনার মস্তিষ্কের কোথাও না কোথাও অক্ষত আছে। হঠাৎ কোথাও ‘খোকন খোকন ডাক পাড়ি’ শুনে আপনি হয়তো বলে উঠতে পারবেন, ‘খোকন মোদের কার বাড়ি?’ আপনি সেই ছড়াটি আপনার স্পঞ্জে ভিজিয়ে রেখেছিলেন, আজও তা আপনার সাথেই আছে।

আপনি যদি ভালো লিখতে চান, আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে। আপনাকে বিস্তৃতভাবে পড়তে হবে। পড়ার মাধ্যমেই আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন, যা আপনার জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। অধিক পড়ার মাধ্যমে আপনি একজন লেখকের দৃষ্টি দিয়ে পড়া শিখবেন। বই পড়ার মাধ্যমে

ব্যাকরণগত জ্ঞানও অর্জিত হয়। আপনি যদি ব্যাকরণের কঠিন নিয়মগুলো মুখস্ত করা নিয়ে চিন্তায় থাকেন, তাহলে অভিজ্ঞ কোনো লেখকের বই পড়ুন। এটি আপনার ব্যাকরণের ভয় কাটিয়ে দেবে।

একজন বই পড়ুয়া লেখকের শব্দভাণ্ডার থাকে সমৃদ্ধ। সে ভাষার বৈচিত্র্য সম্পর্কে অবগত থাকে। বুঝতে পারে ভালো ও খারাপ লেখার মধ্যকার পার্থক্য।

একজন লেখক, যে বই পড়ে না, সে এমন এক গায়কের মতো, যে গান শোনে না বা এমন এক ফিল্মম্যাকারের মতো, যে মুভি দেখে না। ইতোমধ্যে সংঘটিত ভালো কাজগুলোর ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন না করে, নতুনভাবে ভালো কিছু করা অসম্ভব।

এতোসব ব্যাকরণ, লেখা সংক্রান্ত উপদেশ ও বইগুলো আপনাকে কখনোই একজন ভালো লেখক বানাতে পারবে না, যদি না আপনি বই পড়েন। লেখার মতো বই পড়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যা পড়বেন, ঠিক সেভাবেই লিখবেন।

**ভালো লেখা ও খারাপ লেখার মধ্যে পার্থক্য কী?**

বিভিন্ন কারণে একটি লেখা ভালো বা খারাপ হতে পারে। চমৎকার কোনো থিম থাকা সত্ত্বেও একঘেয়ে বর্ণনার জন্য লেখাটি ভালো হতে পারে না। আবার বৈচিত্র্যময় বর্ণনা, আকর্ষণীয় শব্দচয়ন থাকা সত্ত্বেও থিমটা বেশ সাধারণ বলে লেখাটিও মান হারাতে পারে।

লেখা ভালো হওয়ার ব্যাপারটি ব্যক্তিভেদে আলাদা হতে পারে। কারও প্রিয় উপন্যাস, অন্য কারও সবচেয়ে কম প্রিয় উপন্যাস হতে পারে। আবার এই উপন্যাসটিই হয়তো সাহিত্যের স্মরণীয় একটি সৃষ্টি বলে বিবেচিত।

একটি বেস্টসেলার বইয়ের এতো পাঠক থাকার পরও তা সমালোচকদের বিদ্রুপের সম্মুখীন হতে পারে।

কেউ কেউ মানবজীবন নিয়ে লেখা বই ভালোবাসেন। কারও আবার এডভেঞ্চার বা রোমান্টিক বই পছন্দ। কেউ কেউ বর্ণনাশৈলীতে বৈচিত্র্য না থাকলে বই পড়তে চান না। অন্যদিকে অনেকেই শুধু দেখেন, বইয়ে থাকা

তথ্যগুলো কতটা আকর্ষণীয়। তারা শব্দচয়ন নিয়ে ভাবেন না, ভাবেন বইয়ের কাহিনী নিয়ে।

মূলত, আপনার কোন ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে, তা আপনিই নির্ধারণ করবেন। কোন ধরনের গল্প পড়বেন ও লিখবেন, তা একান্ত আপনার সিদ্ধান্ত।

তবে, আপনি যদি নিজের লেখাকে সমৃদ্ধ করতে চান, আপনার উচিত সেসব বই পড়া, যেগুলোর সাহিত্যগত মান ভালো। তাছাড়া, আপনার উচিত, সকল ধরনের বই পড়ে দেখা।

**ভালো বইয়ের সন্ধান**

একজনের পক্ষে সকল বই পড়া অসম্ভব। আমাদেরকে বেছে বেছে বই পড়তে হবে। কিন্তু, এতোসব বইয়ের মধ্যে থেকে কীভাবে ভালো বই বাছাই করি আমরা? আমরা কি খেয়াল রাখি, কোন বইটি বেশি বিক্রি হচ্ছে? আমরা কি রিভিউ পড়ে দেখি? কোন বইটা পুরস্কার পেয়েছে, তা দেখি? নাকি অনলাইনে রেটিং দেখি?

এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। আপনার বন্ধুর প্রিয় বইয়ের তালিকা দেখলে আপনি দেখতে পারবেন, সে তালিকায় আপনার প্রিয় ও অপ্রিয়-দুই ধরনের বই-ই আছে। অত্যন্ত বিরক্তিকর বই, যা আপনি পড়ে শেষ করতে পারেননি; অন্য কেউ তার রিভিউয়ে সে বইয়ের প্রশংসা করতে পারে। আবার এমন কোনো বই, যার কোনো রিভিউ-ই খুঁজে পাওয়া ভার, তা আপনার ভালো লাগতে পারে। বিষয়টি সম্পূর্ণ রুচির উপর নির্ভরশীল।

আপনার লেখার ব্যক্তিগত স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আপনাকে সবধরনের লেখকের বই পড়ে দেখতে হবে। কয়েকটা বেস্টসেলার বই, কিছু চিরায়ত উপন্যাস ও পুরস্কারপ্রাপ্ত বই পড়ুন। বিভিন্ন শাখা (প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস) ও জনরার (সায়েন্স ফিকশন, থ্রিলার, ঐতিহাসিক উপন্যাস) বই পড়ুন।

আর পাঠকদের কথা শুনুন।

অনলাইনে অতি সহজেই রিভিউ পড়ার মাধ্যমে একটি বইয়ের সম্পর্কে পাঠকের মতামত জানতে পারবেন। অ্যামাজন ও গুডরিডসের মতো সাইটগুলো পাঠকদের রিভিউ ও রেটিং করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমাদের দেশে রকমারিও একই কাজ করছে। এসব রিভিউ পড়ার মাধ্যমেই বোঝা যায়, একটি বই বিভিন্ন মানুষকে কত বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। একটি বইয়ে একসাথে ওয়ান স্টার থেকে ফাইভ স্টার অবধি রেটিং থাকতে পারে। আবার একই বইয়ে বিভিন্ন পাঠকেরা সন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করে রিভিউ লিখতে পারে।

আমি একটি বইয়ের রিভিউ চেক করতে গিয়ে ফাইভ স্টার দেখে খুশি হই। আবার আমি সে বইয়ে কম স্টার রেটিংগুলোও চেক করে দেখি, পাঠকেরা বইয়ের কোন বিষয়টি ভালোবাসেনি। পাঠক যদি একটি বইয়ের নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রকে অপছন্দ করে বা গল্পকে খেয়ালী মনে করে, আমি নিজে বইটি পড়ে আসল সত্যটি জানার চেষ্টা করি। কিন্তু, তারা যদি গল্পের বাক্যচয়ন বা সুস্পষ্ট উপসংহার না থাকার ব্যাপারে অভিযোগ করে; তাহলে আমি অন্য কোনো বই পড়াটাই সমীচীন মনে করি।

বেশ কিছু অনলাইন বুকস্টোরে চমৎকার একটি বিষয় দেখা যায়। আপনি একটি বই কিনতে গিয়ে খেয়াল করলে দেখবেন, এই বইটি যারা কিনেছে, তারা আর কোন বইগুলো কিনেছে, তার একটি তালিকা দেওয়া আছে। এতে করে আপনি একই ধরনের অনেকগুলো বইয়ের নাম অনায়াসেই পেয়ে যাবেন।

ভালো বই খুঁজে পাওয়ার আরেকটি সহজ উপায় হলো সমালোচকদের রিভিউ পড়া। তবে মনে রাখতে হবে যে, ইন্টারনেটে এমন অনেক সমালোচক আছে, যারা সাহিত্য নিয়ে পড়ালেখা করেনি। কেউ যদি কয়েকটি বেস্টসেলার বই পড়ে সমালোচনা করতে আসে, তবে সে সর্বভুক পড়ুয়া নয়। যদিও এতে তাদের সমালোচনাকে অসিদ্ধ বলা যায় না। তবে এটা সত্যি যে, তাদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে।

আবার অনেক সমালোচক বেশ খুতখুঁতে হয়ে থাকেন। খুব কম সংখ্যক বই তাদের কাছ থেকে ভালো বইয়ের তকমা পেয়ে থাকে। শুধু ভালো মানের

বইয়ের সমাদর করাটা খারাপ নয়। তবে অনেক সময় এই সমালোচকেরা ভুলে যান যে, একটি বইয়ের দুর্বল দিক ছাড়াও অনেক ভালো দিক থাকতে পারে।

রিভিউ পড়ার ক্ষেত্রে, এমন সমালোচক খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন, যার আগ্রহের সাথে আপনার আগ্রহের মিল রয়েছে। তাদের পুরনো রিভিউগুলো পড়ার মাধ্যমে দেখতে পারেন, তাদের আগ্রহ আপনার সাথে মিলছে কীনা।

ম্যাগাজিনগুলোতে সেরা-র তালিকা প্রকাশিত হয় প্রায়ই। যেমন: সর্বকালের সেরা ১০টি মুভির তালিকা, টাকা বাঁচানোর ৫টি সেরা উপায় ইত্যাদি। ইন্টারনেটের বদৌলতে এমন সেরা-র তালিকা এখন অহরহ পাওয়া যায়। তবে এই ধরনের সেরার তালিকা দেখে বই কিনতে গেলে সতর্কতা অবলম্বন করুন। ভালো করে সোর্সটা চেক করুন। এটা কি কোনো পাঠকের মতানুসারে তৈরি সেরা বইয়ের তালিকা? এটা কি সবথেকে বিক্রিত বইয়ের তালিকা? তালিকায় কোন বছরের বইগুলো আছে? সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বইয়ের তালিকা? নাকি পুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলোর? সেরা শব্দটি অনেক কারণে ব্যবহৃত হয়।

তারপরও ভালো বইয়ের খোঁজ পাওয়ার জন্য এই তালিকাগুলো বেশ উপযোগী।

আর ইতোমধ্যে যদি আপনার কোনো প্রিয় লেখক থাকে, তার অন্য বইগুলো পড়ুন। আর আপনি যদি জানতে পারেন, আপনার প্রিয় লেখকের প্রিয় লেখক কে, তাহলে নিঃসন্দেহে জ্যাকপট পেয়ে গেছেন। আপনার ভালো লাগার মতো কিছু রত্নের সন্ধান পেয়েছেন আপনি। মুভি বা গানের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

আপনার প্রিয় লেখকের প্রিয় বইগুলো পড়ে দেখুন। এতে করে আপনি আপনার প্রিয় লেখকের অনুপ্রেরণার সাথে পরিচিত হবেন।

### ভালো লেখার চেনার কিছু উপায়

একটি বই ভালো হয়ে উঠার পেছনে ব্যক্তিভেদে নানা কারণ থাকলেও, একটি ভালো বইয়ে কিছু গুণ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, যা নিচে দেওয়া হলো:

- একটি সমৃদ্ধ লেখায় কখনোই দুর্বল শব্দ ও ভুল বানানের ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।
- ভালো লেখা পাঠককে দ্বিধায় ফেলবে না। গল্পের প্লট ও থিমের স্পষ্ট বর্ণনা থাকা আবশ্যক।
- একটি চমৎকার বইয়ের ঘটনাগুলো একটির পর অন্যটি খুব সুশৃঙ্খলভাবে প্রকাশিত হয়।
- গল্পের সাথে বর্ণনার ধরনের সামঞ্জস্য থাকবে।
- যথোপযুক্ত বাক্যগঠন, সমৃদ্ধ শব্দের সঠিক ব্যবহার একটি ভালো বইয়ের অন্যতম গুণ।
- নন ফিকশন বইয়ের লেখককে বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যতা বজায় রাখতে হবে। শুধুমাত্র সঠিক তথ্যগুলো দিয়ে বই সাজানো হবে। ফিকশনের ক্ষেত্রে, কাহিনীতে যতই ফ্যান্টাসি থাকুক না কেন, বর্ণনাশৈলীর মাধ্যমে তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।

**সর্বভুক পড়ুয়া**

"পড়ুন, পড়ুন এবং পড়ুন। ভালোমন্দ, অখাদ্য এবং চিরায়ত—সব ধরনের লেখা পড়ুন। লক্ষ্য করুন লেখকরা কীভাবে তা লিখেছেন, যেভাবে একজন কাঠমিস্ত্রী শিক্ষানবিশ হিসেবে তার গুরুকে অনুসরণ করে এবং পরবর্তীতে দক্ষ মিস্ত্রী হয়ে ওঠে। পড়ুন! তাহলেই আপনি যেকোনো লেখার অন্তর্নিহিত ভাব জানতে পারবেন!" - উইলিয়াম ফোকনার

আমরা ঠিক আয়নার মতো। আমরা যা গ্রহণ করি, তার-ই প্রতিবিম্ব প্রকাশ করি পৃথিবীর কাছে। আপনি যদি পাঠ্যবই বেশি পড়ে থাকেন, আপনার লেখা হবে রসহীন ও তথ্যবহুল। আপনি যদি প্রেমের কাহিনী বেশি পড়েন, আপনার বর্ণনায় তার প্রতিচ্ছবি আসবে। চিরায়ত লেখা পড়ে দেখুন, আপনার লেখাগুলোতে শেখার মতো থিম ভেসে উঠবে। কবিতা পড়লে আপনার লেখায় আসবে কাব্যিকতা।

আপনার সবসময় অভিজ্ঞদের লেখা পড়া উচিত, যাতে আপনি অন্য কারও বই পড়ে দুর্বল ব্যাকরণ না শেখেন।

কিন্তু কীভাবে আমাদের পড়া বই আমাদের লেখার ভাষা ও রীতি, শব্দচয়ন ও বাক্যগঠন, কাহিনী ও ঘটনার পরিক্রমের ব্যাপারগুলোতে প্রভাব ফেলবে?

আপনি যদি জেনে থাকেন, আপনি ঠিক কোন ধরনের লেখক হতে চান; তাহলে কাজটি আপনার জন্য সহজ হয়ে উঠে। আপনার প্রিয় জনরায় লেখা অনেকগুলো বই পড়ুন। এমন লেখককে খুঁজে বের করুন, যে কীনা আপনার প্রিয় জনরা নিয়ে কাজ করে। তার প্রতিটি বই পড়ুন।

আবার একই সময়ে আপনি সব ধরনের বই পড়ার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে চাইবেন। আপনি হয়তো উঁচুমানের সাহিত্য পছন্দ করেন, আর লিখতে চান এমন একটি ফিকশন, যা আপনাকে এনে দেবে পুলিৎজার প্রাইজ। আপনার চিরায়ত বইগুলো পড়া উচিত, তবে বেস্টসেলার বইগুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাবেন না। অনেক লেখকের মানসিকতা এমন যে, তারা যে বিষয়ে লিখবেন, শুধু সে বিষয়ের বই পড়লেই হবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। আপনার শাখার বাইরে গিয়ে বই পড়ার মাধ্যমে আপনার দক্ষতা বাড়বে, আসবে বৈচিত্র্য। তাছাড়া, আপনার লেখায় নতুনত্ব আনয়নে সাহায্য করবে, এমন উপাদানের সাথে পরিচিত হবেন। অন্য জনরার বই পড়ার মাধ্যমে আপনার লেখা নিজস্ব জনরায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। অন্য জনরার প্রতিচ্ছবি আসবে লেখায়। যা লেখাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

প্রত্যেকেরই চিরায়ত বইগুলো পড়া উচিত, কিন্তু কেন? এর সবথেকে সুস্পষ্ট কারণ হলো, এই বইগুলো বিভিন্ন প্রজন্মের পাঠকদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জ্যান অস্টেন আশির শতকের শেষদিকে ও উনবিংশ শতকের শুরুর দিকে লেখালেখি করলেও আজও তার বিপুল সংখ্যক ভক্ত রয়েছে। পাঠকেরা কেন একশো বছর পরও তার লেখাগুলোর প্রতি আগ্রহী?

চিরায়ত বইগুলো পড়ার আরেকটি কারণ হলো চিন্তাশীল আলোচনায় যুক্ত হতে পারা। লেখকেরা যখন কোনো বইয়ের ক্লাব ব্যতীত অন্য কোথাও তাদের লেখা নিয়ে কথা বলেন, তখন সমসাময়িক উদাহরণগুলো খুব কমই ব্যবহার করে থাকেন। কারণ লেখকেরা মনে করেন যে, তারা যেসব সমসাময়িক বই

পড়েছেন, যাদের সাথে কথা বলছেন, তারা হয়তো একই সমসাময়িক বইগুলো না-ও পড়ে থাকতে পারেন। বর্তমান বইয়ের বাজার বিশাল। কিছু কিছু পাঠক-লেখক সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট বইয়ের তালিকা করা থাকে, যা ঐ দলের সকলেই পড়ে থাকেন। কিন্তু যখন আমরা বিস্তৃত কোনো সমাবেশের সাথে কথা বলি, যেমন: কোনো প্যানেলের সাথে বা ইন্টারভিউয়ে কথা বলার সময়, কোনো ব্লগের দর্শকদের সাথে আলোচনা করার সময়, আমরা এটা অনুমান করতে পারব না যে, আমরা যেসব সমসাময়িক বই পড়েছি, সেই সমাবেশের সকলেই (বা কেউ) একই বই পড়েছে। তবে এমনকিছু চিরায়ত বই আছে, যা স্কুলের আনন্দপাঠের অংশ হিসেবে আমরা সকলেই পড়েছি। আবার এমন অনেক চিরায়ত বই আছে, যা নিয়ে যুগ যুগ ধরে এতো বেশি আলোচনা হয়ে আসছে যে, আমরা কৌতুহলী হয়ে সে বইগুলোও পড়েছি।

অনেক যুবক ও নবীন লেখকেরা চিরায়ত বই পড়ার ব্যাপারে অনীহা পোষণ করেন। এতো আকর্ষণীয় বইয়ের ভিড়ে তারা সেসব বই পড়ে সময় নষ্ট করতে চান না, যা তারা পছন্দ করেন না। তারা যেসব বই পড়তে পছন্দ করেন, সেগুলো কখনো পুরস্কার জিতে না এবং তারা কখনো সাহিত্যবিশারদ হওয়ার চেষ্টা করতে চায় না। তারা আকর্ষণীয় কোনো রহস্য উপন্যাস বা মহাকাশের এডভেঞ্চারের মতো কল্পবিজ্ঞানের বই পড়তে পছন্দ করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার রোমান্টিকতায় হৃদয় দিতে ভালোবাসেন। এই জনরাগুলো খুব কমই চিরায়ত হয়ে উঠতে পারে। আপনি সে বইগুলোকে বেস্টসেলার তালিকায় পাবেন ঠিকই, কিন্তু কখনো কোনো সাহিত্য সমালোচকের মাস্ট-রিড তালিকায় পাবেন না। আজ থেকে একশো বছর পরও কেউ এই বইগুলো পড়বে বলে নিশ্চয়তা নেই।

আবার অনেক লেখক বলে থাকেন যে, তারা শেক্সপিয়রের আদিম ও কঠিন ভাষার বই পড়ে কষ্ট করতে চান না অথবা শুধুমাত্র একদল সাহিত্যবিশারদের পরামর্শ মেনে কোনো বই পড়তে চান না। তারা জানেন, তারা কোন ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন, আর চিরায়ত বই তাদের পছন্দের তালিকায় উত্তীর্ণ হয় না।

একজন লেখকের জানা থাকা প্রয়োজন যে, সে সাহিত্যের অসংখ্য শাখার সাগরের কোন স্থানে অবস্থান করছে। আমি যেমন সাহিত্য নৈপুণ্যের কদর করি এবং চিরায়ত ও সমৃদ্ধ সাহিত্যকে উপভোগ করি, তেমনি সেসব লেখকদেরও শ্রদ্ধা করি, যারা সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখতে চান। এখানে আমি সাধারণ পাঠক বলতে তাদের বুঝিয়েছি, যারা শুধু বই পড়তে এবং ভালো গল্প উপভোগ করতে ভালোবাসেন। সত্যি কথা বলতে, আমার প্রিয় অনেক বই কখনো কোনো পুরস্কার জিতেনি বা কোনো ক্লাসরুমে আলোচিত হয়নি।

তবে আমাদের কখনোই সেসব বইকে একেবারে বিতাড়িত করে দেওয়া উচিত নয়, যা আমাদের লেখার জনরার সাথে মিলে না।

সাহিত্যবিশারদ ও সমালোচকেরা কোনো হাস্যকর গল্প পড়ে হয়তো নাক সিটকাতে পারেন, তবে বইয়ের লেখার ব্যবচ্ছেদ করে তা বিশ্লেষণ করাটাই তাদের কাজ। কোনো বই সম্পর্কে তাদের মতামতই আইন নয়, তবে তা নির্ভরযোগ্য এবং তাদের অনেক সমালোচনা আপনাকে শেখাবে যে, একটি ভালো লেখায় কী কী অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। এর মানে কি এই যে, আপনার আগামী দুই বছর শেক্সপিয়রের সকল নাটক পড়ে কাটিয়ে দেওয়া উচিত? না। বরং আপনার প্রতিবছর কয়েকটি চিরায়ত ও সাহিত্যসমৃদ্ধ বই পড়া উচিত, যাতে আপনি ধারণা লাভ করতে পারেন যে, ঠিক কোন ধরনের গল্প ও কোন প্রকারের লেখনশৈলী যুগ যুগ ধরে সমৃদ্ধ সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

হ্যাঁ, এটা সত্য যে—সাহিত্যবিশারদরা তাদের কঠোর মন্তব্য, সমৃদ্ধ রুচি এবং সাধারণত বেস্টসেলার তালিকায় থাকা বই বা বুকস্টোরের কোনো জনরার প্রতি অবজ্ঞা করার মাধ্যমে কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন। তবে তারা তাদের কাজ জানেন। তারা সমৃদ্ধ বাক্যগঠন সনাক্ত করতে পারেন এবং কোনো একটি বাক্যের গঠন কেন অসন্তোষজনক, তাও বর্ণনা করতে পারেন। তারা মূলত ভাষার ঐশ্বর্য এবং মানব পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। যদি আপনার জানা না থাকে যে, কেন তারা অস্টেনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকেন এবং Twilight নিয়ে ঠাট্টা করেন, তাহলে তাদের যুক্তিতর্কগুলো

পড়ে দেখুন। আপনি যদি তাদের সাথে একমত না-ও থাকেন, তারপরও দেখবেন যে, তাদের কথায় যুক্তি আছে।

আপনি যদি সায়েন্স-ফিকশন লেখক হতে চান, তাহলে সাই-ফাই দিয়ে আপনার বুকশেলফ ভরিয়ে ফেলতে পারেন। আপনার স্থানীয় বুকস্টোরের সায়েন্স-ফিকশন বিভাগের সকল বই কিনে ফেলতে পারেন। কিন্তু কখনোই নিজেকে কেবল সায়েন্স-ফিকশনের গণ্ডিতে বন্দী করে রাখবেন না। অন্যথায় আপনার লেখা গতানুগতিক হয়ে যাবে। আপনি যদি কোনো একটি জনরায় ডুবে থাকেন, তাহলে আপনার লেখা সূত্রবদ্ধ হয়ে যাবে এবং তা ভালো দিক থেকে নয়। আপনি উক্ত জনরার নিয়মের জালে জড়িয়ে যাবেন। (আর এ কারণেই বেশিরভাগ জনরার কাজগুলো সাহিত্যবিশারদ ও সমালোচকদের দ্বারা অবহেলিত হয়- কারণ লেখকেরা জনরার নিয়ম মানার দিকে অধিক মনোনিবেশ করেন, গল্প বলার ধরনকে আকর্ষণীয় করা নিয়ে ভাবেন না)। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের কি আরেকটি এপিক ফ্যান্টাসির প্রয়োজন আছে, যার নাম কেউ উচ্চারণই করতে পারে না? না, আমি মনে করি না, প্রয়োজন আছে।

তাই, আপনার নিজের জনরায় মনোনিবেশ করা উচিত, কিন্তু নিজেকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবেন না। আপনাকে প্রতি বছর নিজের জনরার বাইরের কিছু বই পড়া উচিত এবং অবশ্যই কিছু চিরায়ত বই পড়া উচিত।

**শুধুমাত্র লেখকদের জন্য**

আমি যখন কাউকে বলতে শুনি যে, লেখালেখি সংক্রান্ত বইগুলো অনর্থক, আমি বিব্রত হই। আমি নিজে লেখালেখি সংক্রান্ত বই লিখি বলে নয়। আমি ব্যাপারটাকে দারুণ মনে করি যে, কিছু লেখক কেবলমাত্র উপন্যাস বা কবিতা পড়ে তা থেকে নৈপুণ্য শিখে নিজেরাই মাস্টারপিস লিখে ফেলতে পারেন। তবে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পদ্ধতি অনুসারে নৈপুণ্য গড়ে তুলতে পছন্দ করি।

লেখালেখি সংক্রান্ত বইগুলো থেকে আমি সচরাচর তা-ই শিখি, যা আমি আগে থেকে জানতাম, কিন্তু তা আমার সচেতন মনে ছিল না। আর সে বইগুলো

পড়ে আমি লেখার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত অসংখ্য পদ্ধতি ও পরামর্শ সংগ্রহ করতে পেরেছি, যা আমি অন্যথায় জানতে পারতাম না।

উদাহরণস্বরূপ, আমি কয়েক বছরের মধ্যে বেশকিছু উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেছিলাম। আমি রিসার্চ করেছি, আউটলাইন তৈরি করেছি, আর তারপরই তড়িঘড়ি করে আরও আকর্ষণীয় আইডিয়ার খোঁজ করতে গিয়ে প্রতিটি প্রজেক্ট বাদ দিয়েছি। প্রতিবার আমার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, কারণ রহস্যের অভাব ছিল। একবার বিশদ আউটলাইন করে নেওয়ার পর আমার জানা হয়ে যেত, গল্পটিকে কী ঘটতে চলেছে এবং তারপরই লেখার রহস্য চলে যেত এবং আমি বইয়ের বাকি অংশ লেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতাম।

তারপর আমি ক্রিস ব্যাটি'র লেখা *No Plot? No Problem!* নামক লেখালেখি সংক্রান্ত বইটি পড়েছিলাম এবং সেখান থেকে আমি ডিসকভারি রাইটিং সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম। ব্যাপারটি আমার কাছে চমৎকার মনে হয়েছিল যে, একজন লেখক চাইলে কোনো নোট ছাড়া, কোনো আউটলাইন ছাড়া, শুধুমাত্র কয়েকটি চরিত্র নিয়ে লিখতে বসে উপন্যাসের ড্রাফট তৈরি করতে পারেন। যেহেতু অন্যকিছু আমার কাজে আসছিল না, তাই আমি ডিসকভারি রাইটিং করার চেষ্টা করেছিলাম। আর অবশেষে, আমি একটি পুরো উপন্যাসের প্রথম ড্রাফট শেষ করতে পেরেছিলাম।

তবে আমি মনে করি না যে, শুধুমাত্র লেখালেখি সংক্রান্ত বই ও আর্টিকেলে মুখ গুজিয়ে বসে থাকাটা কার্যকরী। আপনি যদি সাহিত্য শিল্প ও ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে বই পড়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত আকৃষ্ট হয়ে যান, তাহলে আপনি স্বপ্নের চক্রে বন্দী হয়ে যাবেন: আপনি লেখক হওয়ার দিবাস্বপ্ন দেখবেন, এ নিয়ে কথা বলবেন; এমনকি, আপনি লেখক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু জানবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেখাটা আর সম্পূর্ণ হবে না।

তবে, লেখকের উন্নতির জন্য কিছু মূখ্য রিসোর্স অপরিহার্য। আপনার ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য লেখার নৈপুণ্য সংক্রান্ত বই পড়ুন।